W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 102 /WBHRC/SMC/2017

Date: 09 03.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Ekdin' a Bengali daily dated 09.03.2017, captioned ' সরকারি হোম থেকে পালাল পাঁচ কিশোরী'

Investigating Wing of the Commission is directed to enquire into the matter and furnish a report by 27th March, 2017.

9/3

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee) 9/3/2017
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 09.03. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper.

সরকারি হোম থেকে পালাল পাঁচ কিশোরী

নতুন করে বিতর্ক বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সমাজকল্যাণ দপ্তরের অধীনস্থ সরকারি মহিলা হোম থেকে পাঁচ কিশোরীর পালানোকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার গভীর রাত থেকে হুলস্থুল পড়ে যায় মালদার উত্তর বালুচর এলাকায়। গত একবছর ধরে ইংরেজবাজার পুরসভার বিল্ডিংয়ে রয়েছে এই সরকারি মহিলা হোমটি। মঙ্গলবার রাত ১২টা নাগাদ বিল্ডিংয়ের দোতলা থেকে শাড়ি, ওড়না বেয়ে আবাসিক কিশোরীরা পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গভীর রাতে এই সরকারি হোমে কিশোরীদের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন অনেকেই। স্থানীয় বাসিন্দাদের চেষ্টায় বেশ কয়েকজন আবাসিক কিশোরী ধরাও পড়ে যায়। কিন্তু বুধবার পর্যন্ত এক বাংলাদেশি-সহ পাঁচ কিশোরীর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। বুধবার সরকারি হোম থেকে পাঁচ আবাসিক পালানোর ঘটনায় ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন হোমের সুপার নন্দা দাস। হোম সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সরকারি মহিলা হোমে থাকার কথা ৩০ জনের। কিন্তু বর্তমানে আবাসিকের সংখ্যা ৭২ জন।

বুধবার সকালে বালুচর এলাকার ওই সরকারি হোমে পৌঁছন অতিরিক্ত জেলাশাসক আর ভিমলা, শিশু সুরক্ষা আধিকারিক অরুণায়ন শর্মা, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারপার্সন চৈতালি সরকার, স্থানীয় কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ দাস প্রমুখ। কিন্তু তাদেরকে ঘিরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। ওই সরকারি হোমকে সরানোর দাবি জানান তাঁরা। হোমে অসামাজিক কাজের অভিযোগও তোলেন তাঁরা। তাঁদের আরও অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে ইংরেজবাজার থানায় জানানোর পরেও এলাকায় পুলিশ আসেনি। এমনকী সকালেও অনেক দেরিতে পুলিশ আসে। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত জেলাশাসক শরদ দ্বিবেদিকে ঘটনাস্থলে আসতে হয়। অন্যদিকে, একাংশ আবাসিক কিশোরীদের অভিযোগ, হোমে তাদের ওপর মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার করা হচ্ছে। থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত নেই বলেও অভিযোগ করে তারা। তাই হোমে থাকতে চায় না বলেই তারা জানিয়েছে। যদিও এইসব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন ওই সরকারি হোমের সুপার নন্দা দাস এবং চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্যরা।

হোম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অভিভাবকদের বচসা। ছবি: সুদীপ রায়চৌধুরী

জেলাশাসক শরদ দ্বিবেদি বলেন, 'হোম থেকে পাঁচ কিশোরী পালানোর ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারওর দোষত্রুটি থাকলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশও আলাদাভাবে তদন্ত করছে।' চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারপার্সন চৈতালি সরকার বলেন, 'হোমের ভেতর আবাসিকদের ওপর কোনওরকম অত্যাচার হয়নি। উলটে আবাসিকরাই হোমের কর্মীদেরকে মারধর করে। কিছু আবাসিকদের অত্যাচার সহ্য করা যাচ্ছে না। খুব শিগগিরই এই হোম মালদা শহরের মাধবনগর এলাকায় স্থানান্তরিত করা হবে।'